নির্বাচনী ইশতেহার

১৯৯৬

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯৬

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের গণদাবী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পটভূমিতে এবারের জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেক মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে, নিগৃহীত হতে হয়েছে। শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। সংগ্রামী দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা দ্বারাই অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হবে না। নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তির দাপট, ধর্ম ব্যবসা ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণার কুটিল ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে তা নির্বাচনের নামে তামাশাই হয়ে থাকবে। কমিউনিস্ট পার্টি বহু আগে থেকেই এসব দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। অবাধ নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত পার্টি তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মুহূর্তে আজ দেশ, জাতি ও জনগণের সামনে যে প্রধান প্রশ্নটি উপস্থিত তা হলো, আমরা কি আগামীতেও অধোগতি, অবক্ষয় ও সংকটের বিরাজমান চক্রে অব্যাহতভাবে হাবুডুবু খেতে থাকবো? দেশ কি ক্রমেই এখনকার মতো সবদিক দিয়ে অন্ধকারে ডুবতে থাকবে? নাকি, আমরা অবস্থার পরিবর্তন করে সামনে অগ্রসর হতে পারবো? রাজনীতি কি নিছক 'গদি দখলের নোংরা খেলার' দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকবে নাকি, দেশ ও ব্যাপক জনগণের ভাগ্য বদলের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটানো যাবে? একথা আজ স্পষ্ট যে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই দেশ ও দেশবাসীর বর্তমান দুর্দশার উৎস। তাই, প্রচলিত এই ব্যবস্থা বদল না করতে পারলে ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। বড় প্রশ্ন হলো, প্রচলিত গণবিরোধী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন কে করতে পারবে? একাত্তরের ঘাতক, উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট দল জামাতে ইসলাম দেশকে আরো পিছনে নিয়ে যেতে চায়। বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং তারাই বর্তমান ব্যবস্থার স্রষ্টা। এসব 'দল দিয়ে ব্যবস্থা বদলের' কাজ হবে না। আওয়ামী লীগের নীতিও বর্তমানে দক্ষিণপন্থার দিকে নাটকীয় ভাবে ঝুঁকে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ধারা থেকে এই দল ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রশ্নে বর্তমানে তারা বি.এন.পি ও জাতীয় পার্টির ধারা গ্রহণ করেছে। তাই এই দলটির দ্বারাও ব্যবস্থার প্রগতিশীল পরিবর্তন আশা করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টি এবং দেশের অন্যান্য প্রকৃত বামপন্থী প্রগতিশীল দলের পক্ষেই কেবল সেরূপ আকাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা বদলের কাজ অগ্রসর করা সম্ভব।

কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ তথা মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ এদেশের শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক দল। এই আত্মপরিচয় নিয়েই পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সেই সাথে দেশের বর্তমান গভীর ও সর্বগ্রাসী সংকট নিরসনের স্পষ্ট কর্মসূচি নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি দেশবাসীর সমর্থন ও ভোট প্রার্থনা করছে। আসন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সংকটজাল ছিন্ন করে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্য মূলগতভাবে উন্নত করতে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্পে প্রগতিমুখী, জনকল্যাণকর, প্রকৃত গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, আদর্শনিষ্ঠ ব্যবস্থা ও ধারা প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট বক্তব্য, কর্মসূচি ও অঙ্গীকার নিয়ে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে।

আসন্ন নির্বাচন এমন এক সময়ে এবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যে বছরে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী পালন করছি। ১৯৭১ সালে লাখো শহীদের রক্ত ও কোটি মানুষের আত্মত্যাগে ভাস্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো আমাদের প্রিয় এই স্বদেশভূমি, স্বাধীন বাংলাদেশ। যুগ যুগ ধরে লালিত আকাঙ্খাগুলোর বাস্তবায়নের প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা নিয়ে সেদিন বীর দেশবাসী সূচনা করেছিলো জাতির ইতিহাসে অগ্রযাত্রার এক নতুন পর্ব। দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিলো যে, মুক্ত স্বদেশে দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলস্বরূপ এতোদিনের অব্যাহত চরম পশ্চাদ্‌পদতা ও দুঃসহ দারিদ্র্যের বোঝা ক্রমান্বয়ে লাঘব হতে শুরু করবে, স্বাধীন অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে দেশ অগ্রসর হবে, জনগণের জন্য নিশ্চিত হবে ন্যূনতমভাবে ভাত-কাপড়, শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান-কাজ, আয়-উপার্জনের সংস্থান, দেশগড়ার পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক দেশপ্রেমিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে অব্যাহত অগ্রগতির ধারা, ক্রমান্বয়ে অবসান ঘটবে শোষণ-বঞ্চনার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক ধারা, বিশ্বের বুকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে দেশ ও জাতি। কিন্তু স্বাধীনতার দুই যুগ পরেও দেশবাসীর এসব প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বরঞ্চ সমস্যা-সংকট, অধোগতি-অবক্ষয় সাধারণভাবে আরো বৃদ্ধি পেয়ে দেশ, জাতি ও জনগণের জীবন আজ এক সংকটজালের আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেই সংকটজাল ছিন্ন করে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে রূপান্তরের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশবাসীর প্রত্যাশাগুলো পূরণ করার বিষয়টি আজও জাতির সামনে মৌলিক কর্তব্য রূপে উপস্থিত।

সমগ্র দেশ আজ এক সর্বগ্রাসী সংকটে নিপতিত। চতুর্দিকে স্থবিরতা, নৈরাজ্য, হাহাকার। বর্তমান বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র হলো ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার চাপ, বারবার বন্যা খরা-প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল গ্রাস, ক্রমাগতভাবে গভীর হয়ে ওঠা নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া, কর্মসংস্থানহীন বেকার মানুষের ক্রম স্ফীতি, ব্যাপক নিরক্ষরতা, অব্যাহত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা, অব্যাহত পরনির্ভরশীলতা, চরম দারিদ্র্য, ব্যাপক পুষ্টিহীনতা, চিকিৎসা-বাসস্থানের ন্যূনতম সুযোগের অপ্রতুলতা, ব্যাপক জনগোষ্ঠির জীবন ধারণের প্রাথমিক উপদানগুলোর অনুপস্থিতি, ক্রমবর্ধমান শোষণ-বঞ্চনা ও ধনবৈষম্য। তাছাড়া, গণতন্ত্রের দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা, জাতীয় সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার-বিকাশের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা, নারী সমাজের উপর নির্যাতন-বৈষম্য-অধিকারহীনতা, নৈতিক অবক্ষয়, কালো টাকা-কালো অর্থনীতির বিপুল প্রভাব, ঘুষ-দুর্নীতি-অপসংস্কৃতির প্রসার, বেআইনী অস্ত্র-সন্ত্রাসী-মাস্তানীর ব্যাপক বিস্তার, ধর্মীয় মৌলবাদী-ফ্যাসীবাদী শক্তির ক্রমবর্ধমান অপতৎপরতা ইত্যাদি জাতির জীবনে ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে। রাজনীতি ও সমাজ জীবনে 'বাণিজ্যিকরণ ও দুর্বৃত্তায়নের' বিষময় ধারা দেশকে আজ চরম নৈরাজ্যে নিপতিত করেছে। এসব সমস্যা সাধারণভাবে আমাদের দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামো এবং বিশেষতঃ রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক ঐতিহাসিক দুর্বলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতারই ফলাফল মাত্র।

বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো তার সাম্রাজ্যবাদনির্ভর, আমলা মুৎসুদ্দি চরিত্রের, উৎপাদন বিমুখ, পরজীবী লুটেরা ধনবাদী ধারা ও ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দেশের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, শিল্প কলকারাখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কৃষি বিপর্যস্ত হচ্ছে, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা বাড়ছে, বেকার-অনাহারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, সমস্ত দেশ বিদেশী পণ্যের অবাধ বাজারে পরিণত হয়েছে, নির্ভরতা ও ঋণের বোঝা চরম হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সহ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার ও দেশগুলোর নির্দেশ ও পরামর্শে তথাকথিত "অবাধ ও খোলা বাজার অর্থনীতি"র যে ব্যবস্থা দেশে অনুসরণ করা হচ্ছে তার পরিণতিতে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ–সবকিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে একটি দেশী বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদী মাফিয়া চক্র। প্রচলিত ও গতানুগতিক রাজনীতির "ক্ষমতার খেলায়" এই লুটেরা মাফিয়া চক্রই কলকাঠির নিয়ন্ত্রক হয়ে আছে। তারা সামন্তবাদী ব্যবস্থার নানা অবশেষগুলো এবং প্রতিক্রিয়াশীল নানা শক্তি ও ভাবধারাকে লালন করে চলেছে। গতানুগতিক বুর্জোয়া ধারার রাজনৈতিক শক্তিগুলো, তা সে সরকার দলীয়ই হোক কি বিরোধীদলীয়ই হোক, জাতীয় রাজনীতির মূলধারাকে এই ব্যবস্থার আবর্তের মধ্যেই সীমিত রেখেছে। অথচ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বিদ্যমান ব্যবস্থার আবর্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা। তাই গতানুগতিক রাজনীতির গণ্ডিবদ্ধ ধারা অতিক্রম করে নতুন বিকল্প ধারা গড়ে তোলা আজ অত্যাবশ্যক কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ যে সার্বিক সমস্যা-সংকট ও অধোগতি-অবক্ষয়ের আবর্তে নিমজ্জিত তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে জাতীয় উজ্জীবনের নবধারা সূচনা করাই দেশ, জাতি ও জনগণের সামনে বর্তমানে কেন্দ্রীয় মূল কর্তব্য হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় উজ্জীবনের এই নবধারা সূচিত করতে হলে সংগঠিত করতে হবে সমাজ জীবনের এক আমূল বিপ্লবী পুনর্গঠন। যে সাম্রাজ্যবাদনির্ভর আমলা-মুৎসুদ্দী চরিত্রের, উৎপাদন বিমুখ, পরজীবী এবং জাতীয় ও জনস্বার্থবিরোধী অবাধ লুটপাটের ধনবাদী ধারায় দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তার অবসান ঘটিয়ে এক প্রকৃত প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক বিকল্প ধারায় দেশকে সার্বিকভাবে অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক– সবক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিকাশের পথে অগ্রসর করতে হবে। এজন্য বিদ্যমান এই প্রতিক্রিয়াশীল আর্থ-সামাজিক লুটেরা ধনবাদী ধারার অনুকূলে যে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলা হয়েছে তার বিলোপ সাধন করে সর্বক্ষেত্রে সূচনা করতে হবে এক আমূল বিপ্লবী পরিবর্তন।

গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে জাতির উজ্জীবন ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে এই কাজে কমবেশি অবদান রাখতে সক্ষম এইরূপ সব বৈষয়িক, সামাজিক ও আত্মিক শক্তিকে যথাসম্ভব পূর্ণভাবে এই সুমহান কাজে সমবেত করা প্রয়োজন হবে। দেশের স্বল্প বিকশিত শক্তি ও সম্পদের সর্বোচ্চ উপযোগী ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারার উপরেই বিকাশের যে অতি নিচুস্তরে আমাদের দেশ এখনো আছে তা থেকে উত্তরণ বহুলাংশে নির্ভর করে। ব্যাপক দেশবাসী, বিশেষতঃ দেশের শ্রমজীবী মেহনতি জনগণের সচেতন প্রয়াস, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, দেশের মধ্যস্তরের জনগণ এমনকি ক্ষুদে ও মাঝারি পুঁজির মালিক এবং সাধারণভাবে জাতীয় ও উৎপাদনমুখী ধারায় বিনিয়োগে আগ্রহী ধনিক শ্রেণীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় উজ্জীবনের মূল কাজটি অগ্রসর করা সম্ভব হবে। উপরিউক্ত লক্ষ্যে এরূপ ব্যাপক ভিত্তিক সমাবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন হবে। সমাজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী সচেতন ভূমিকা ও অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারার উপরে সমগ্র কর্তব্যটির সূচারু বাস্তবায়ন নির্ভর করছে। দেশের বুকে প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলনের গণসংগ্রামী ধারা বিকশিত করার মাধ্যমে সমাজে ও রাজনীতিতে বিরাজমান শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য শ্রমজীবী জনগণ ও বাম প্রগতিশীলতার অনুকূলে পরিবর্তন করতে না পারলে সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত এই বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পরিচালিত দেশের বাম প্রগতিশীল দল ও শক্তিকে এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেজন্য তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমঝোতা ও ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় জীবনে অনুরূপ আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করার জন্য প্রয়োজন হবে একটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত সার্বিক বিকল্প কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সপক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সামাজিক শক্তির সমাবেশ এবং তা রূপায়নের উপযোগী একটি যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ বাম গণতান্ত্রিক সরকার। ব্যাপক জনগণের সচেতন ও সংগঠিত গণজাগরণের শক্তির উপর নির্ভর করেই এরূপ একটি সরকারের পক্ষে ক্ষমতাসীন হয়ে মৌলিক আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে দেশের বুকে গড়ে তুলতে হবে নবধারার আন্দোলন, নিয়ামক করে তুলতে হবে বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি সমাবেশকে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে একাগ্র ও নীতিনিষ্ঠ সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ায় তা সম্ভব করে তুলতে হবে। সমাজ বদলের সেই বৃহত্তর সংগ্রামের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবেই কমিউনিস্ট পার্টি আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। পার্টির প্রার্থীরা নির্বাচনে বিজয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নির্বাচিত হয়ে সংসদের ভিতরে আমাদের ইশতেহারের বক্তব্যের স্বপক্ষে দৃঢ় ভূমিকা রাখবে। এবং তা সমাজ বদলের বৃহত্তর সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সব পন্থায় রাজপথের সংগ্রামও চলবে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি আসন্ন নির্বাচনে দেশবাসীর বিবেচনা ও সমর্থনের জন্য নিম্নোক্ত ১৭-দফা কর্মসূচি হাজির করছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ১৭ দফা নির্বাচনী কর্মসূচি

১। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজনীতিঃ

ক) জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সংবিধানের পঞ্চম, অষ্টম সংশোধনী সহ অগণতান্ত্রিক সংশোধনী সমূহ বাতিল করে **রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সহ ৭২-এর সংবিধানের মূল ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।**

খ) বাংলাদেশের অধিবাসী বাঙালি জাতি ও অন্যান্য জাতিসত্ত্বার স্বকীয় বিকাশকল্পে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রগতিশীল প্রসার দৃঢ়মূল করা এবং অন্যান্য জাতিসত্ত্বার বিকাশের অধিকার রক্ষা করা।

গ) রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব ও যথাযথ কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক কাঠামো- ১) গণতান্ত্রিক ২) উপযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ ৩) স্বচ্ছতা ৪) জবাবদিহিতা ও ৫) জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের নীতির ভিত্তিতে মৌলিক ভাবে ঢেলে সাজানো। থানাকে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসন কাজের মূখ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। **ইউনিয়ন, থানা ও জেলা স্তরে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার কাঠামোকে আর্থিক ক্ষমতা সহ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করে অর্পণ করা।** সকল স্তরের প্রশাসনিক কাঠামোতে আমলাতান্ত্রিকতা দূর করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাজ-কর্মের উপর স্ব স্ব স্তরের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জাতীয় সংসদ সদস্যদের পরিবর্তে নির্বাচিত স্থানীয় স্বশাসিত সরকার কাঠামো সংস্থার হাতে স্ব স্ব স্তরের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব অর্পন করা। জাতীয় সংসদের উপর রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের তদারকির কাজ ন্যস্ত করা। **জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি প্রবর্তন করা। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।**

ঘ) কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কোন তথ্য ব্যতীত অন্য সব তথ্য অবগৃত হওয়ার ক্ষেত্রে সব রকম বিধি নিষেধ তুলে নেয়া এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যেন সাধারণ মানুষ পূর্ণভাবে অবগত হতে পারে সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিরংকুশ করার লক্ষ্যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সরকারী গণ প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর জনগণের কার্যকর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও বেতার টিভিকে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

চ) সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা। বিশেষ ক্ষমতা আইন, অর্পিত সম্পত্তি আইন, নিরাপত্তা ও নিবর্তনমূলক আটক আইন, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন এ্যাক্ট, চলচ্চিত্র সংসদ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট, সন্ত্রাস দমন আইন, বিভিন্ন ধরনের সেন্সরশীপ, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ আইন সহ মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল কালাকানুন বাতিল করা।

ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সম অধিকার নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক সকল বিধি বিলোপ করা ও এরূপ কোন বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করার ব্যবস্থা করা। সকল নাগরিকের জন্য অবাধে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা। ধর্মকে রাষ্ট্র হতে পৃথক করা। বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা।

ছ) গণতন্ত্রের ধারায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও সংসদীয় কমিটির কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য, দক্ষ, আধুনিক ও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতি নিরপক্ষে রাখা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অসাংবিধানিক কাজে ব্যবহার রোধের ব্যবস্থা করা। রাজনীতি ও প্রশাসনিক কাজে গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের তৎপরতা ও হস্তক্ষেপ রোধের ব্যবস্থা করা।

জ) আমলাতান্ত্রিক, মুক্ত, দক্ষ, নিরপেক্ষ, দুর্নীতি মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলা। সকল স্তরের প্রশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং প্রশাসনের উপর নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

ঝ) সকল সময়ের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রতিটি ভোটার যেন লোভ-লালসা ও ভয়মুক্ত ভাবে নিজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে ভোট প্রদান করতে পারে এবং কারচুপি মুক্ত ভাবে যেন তার রায় প্রকাশিত হয় তা নিশ্চিত করা। নির্বাচনকে অর্থ ও পেশীশক্তির প্রভাবমুক্ত করা। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের জাতীয় নির্বাচন সহ যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা আরো কমিয়ে আনা ও নির্বাচন বিধির কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সকল ভোটারকে পরিচয় পত্র দেয়া।

জনগণের কাছে জন প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে ভোটারগণ কর্তৃক যে কোন সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যাহার করার ও পুনঃনির্বাচনের অধিকার ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

ঞ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং সেজন্য প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পরিপূর্ণরূপে পৃথক করা। ম্যাজিষ্ট্রেসিকে বিচার বিভাগের অধিনস্থ করা। উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত বর্তমান ফৌজদারী দন্ডবিধি গণতান্ত্রিক চেতনায় পুনঃরচনা করা। আধুনিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কারাগার সংক্রান্ত আইন ও বিধি ব্যবস্থা সংস্কার করা।

ট) সকল রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিচার করা। আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

ঠ) সামরিক শাসন, একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসনের বিপদ বিদূরিত করার জন্য এ সকল প্রবণতার উপাদান ও ভিত্তি নির্মূল করা। সামরিক ক্যু'দেতার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকে সাংবিধানিক ভাবে দেশদ্রোহিতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে বিধান রচনা করা। বহুদলীয় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সংহত করা ও সাংবিধানিক ভিত্তিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের ধারা স্থায়ী করা।

ড) আই এল ও কনভেনশন মোতাবেক শ্রমিক-কর্মচারী, ক্ষেতমজুর সহ শ্রমজীবী জনগণের পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সহ অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর মাফিয়া গোষ্ঠির নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজী-মাস্তানী, ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতান্ত্রিকতা দূর করে সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারী-ক্ষেতমজুর-শ্রমজীবীদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃত স্বার্থের স্বপক্ষে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঢ) **প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের অধিকারকে মৌলিক নাগরিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করে তা নিশ্চিত করতে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া।** উন্নয়নের সুফল যাতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উপরোক্ত মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণের ধারায় অগ্রসর হয় তার ব্যবস্থা করা।

ণ) সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে মজবুত করা, গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা, গণতান্ত্রিক চেতনা ও চর্চার প্রসার ঘটানো, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সম্পৃক্তি বৃদ্ধি করা এবং গণতন্ত্রকে গভীরতর করার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের ধারা প্রসারিত করে সমাজ জীবনের সার্বিক গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া। গণতন্ত্রের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো।

২। অর্থনীতিঃ

ক) দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরনির্ভরতা দূর করে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা। **বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, প্রভৃতি দাতা সংস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চাপিয়ে দেওয়া তথাকথিত 'অবাধ-খোলাবাজার অর্থনীতির' ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করা।** এই ব্যবস্থার ফলে অর্থনীতিতে যে পরনির্ভরতা, উৎপাদন বিমুখ ফটকাবাজী প্রবণতা, পরজীবী পরগাছা পরায়ণতা, আমলা-মুৎসুদ্দি লুটেরা পুঁজির অশুভ কর্তৃত্ব ও কালো টাকা-কালো অর্থনীতি নির্ভর লুটপাটের ব্যবস্থা চলছে, তার বিলোপ সাধন করা। এই ব্যবস্থার বিকল্পে আত্মনির্ভরশীল-উন্নয়নমুখী ধারায় জনগণের কল্যাণ ও জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প সহ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিশ্চিত করা। **সকল মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা দেশের বিপুল জনশক্তির সৃজন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর ভিত্তিতে উৎপাদনের অন্যান্য সব সম্ভাব্য উপাদানের সবচেয়ে দক্ষ ও উপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা।** অর্থনীতির ধারাবাহিক বিকাশ নিশ্চিত কল্পে রাষ্ট্রের দক্ষ প্রগতিশীল ভূমিকা গড়ে তোলা এবং অর্থনীতির বিচারে দক্ষতা, সামাজিক কল্যাণ, লাভজনকতা প্রভৃতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য রাষ্ট্রীয় খাত, মিশ্র খাত, সমবায়ী খাত ও ব্যক্তিগত খাত সহ প্রতিটি খাতের যথাযথ ও সুপরিকল্পিত ভূমিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পথকে সুগম করা। অর্থনীতির নিয়ামক খাত হিসাবে দক্ষ রাষ্ট্রীয় খাতের প্রসার ঘটানো। একচেটিয়া লুটেরা অর্থনীতির ধারাকে প্রতিরোধ করে বৈষম্যহীন ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ধারা নিশ্চিত করা। কালো টাকা ও খেলাপী ঋণ উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া। আয়ের সাথে সংগতিহীন সকল কালো-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

খ) **গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবনের আমূল বিপ্লবী পুনর্গঠন করা।** খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির সুষম বিকাশের কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিক গুরুত্ব আরোপ করা। এই লক্ষ্যে কৃষি ব্যবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত করা। 'খোদ কৃষকের হাতে জমি ও সমবায়'-এই নীতির ভিত্তিতে আমূল ভূমি সংস্কার করা, অনুপস্থিত ভূমি মালিকানা বাতিল করা ও জমির সিলিং এক ফসলী ৫০ বিঘা ও দুই ফসলী ৩০ বিঘা নির্ধারণ করে জমির সর্বোচ্চ সিলিং আইন, বর্গাস্বত্ব আইন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ফাঁক-ফোকরের সুযোগ বন্ধ করে তার কঠোর বাস্তবায়ন করা। বেনামী জমির মালিকানা বাতিল করা এবং এক মালিকের সব জমি এক খতিয়ানে আনার ব্যবস্থা করা। ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থার জটিলতা দূর করে নতুন উন্নত, স্বচ্ছ ও সহজ দক্ষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। **খোদ কৃষক যেন আর জমি হারা না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে গ্রামাঞ্চলের নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা,** ভূমি ব্যাংক স্থাপন করা, ডিস্ট্রেস সেল নিষিদ্ধ করা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। খাস জমি, হাওর, বিল, জলমহল ইত্যাদি উৎপাদনশীল ব্যবহারে আনার জন্য এ সবের মালিকানা দরিদ্র-দুঃস্থ-ভূমিহীন উৎপাদকদের সমবায়ের হাতে ন্যস্ত করা।

বাজার ব্যবস্থার কারসাজিতে গ্রাম থেকে ঢালাওভাবে উদ্বৃত্ত উঠিয়ে আনার নীতি পরিবর্তন করা এবং কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার সিংহভাগ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা। সার, বীজ, ঔষধ, পাম্প ইত্যাদি কৃষি উপকরণ সমূহ সস্তায় যথাসময়ে খোদ উৎপাদকের কাছে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আধুনিক কৃষি উপকরণাদি নিজেদের দেশে নিজেরাই তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া। কৃষি উপকরণাদি ব্যবহারে অধিকাংশ কৃষকের অক্ষমতা ও এক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা দূর করার জন্য কৃষি উপকরণ ব্যবহার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সহায়তা, স্থানীয় ভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রবর্তন করা। ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ন্যায্য দামে ফসল ক্রয়, বাফার স্টক গড়ে তোলা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য দূর করার জন্য বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যৌথতা ভিত্তিক উদ্যোগ প্রবর্তন করা। কৃষকের উৎপাদন সমস্যার সমাধান করা। কৃষি পণ্য ও কৃষি উপকরণের মূল্য এবং অকৃষিজাত পণ্যের মূল্যে অসাঞ্জস্যতা দূর করা। প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা। শস্য বীমা ও ভূমি ব্যাংক চালু করা। সরল সুদে যথাসময়ে ও দুর্নীতি হয়রানী মুক্ত ভাবে খোদ কৃষকের ঋণপ্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তাছাড়া ঋণ সমবায় ব্যবস্থার বিপুল প্রসার ঘটানো। খাদ্য শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদি সুষমভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড প্রসারিত করা।

গ্রামাঞ্চলে কৃষি বহির্ভূত নানা খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা। কৃষি ভিত্তিক শিল্প, কুটির শিল্প, সেবামূলক কার্যক্রম সহ বহুমুখী উদ্যোগ প্রসারিত করা। এক্ষেত্রে স্বনিয়োজিত ও সমবায়ী ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান গড়ে তোলার এক বিপুল উদ্যোগ গ্রহণ করা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিয়োজিত সব কর্মকাণ্ড একটি সাধারণ বৃহৎ পরিকল্পনায় সমন্বিত করা। কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার উপর জনগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

গ) **বহুমূখী ও বহুমাত্রিক ধারায় শিল্পের যথাসম্ভব দ্রুত বিকাশের ব্যবস্থা করা এবং এ জন্য দেশীয় শক্তি-সম্পদ-সম্ভাবনার সর্বোচ্চ সমাবেশ ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিবেচনা প্রসূত ব্যবহার নিশ্চিত করা।** রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, মিশ্র ও ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পোদ্যোগ প্রসারিত করা এবং দক্ষতা, লাভজনকতা, অর্থনৈতিক বিকাশের সামগ্রীক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চয়তার বিষয়সমূহ এক সাথে বিবেচনায় রেখে এর প্রত্যেকটি খাতের যথাযথ ও সুপরিকল্পিত ভূমিকা নিশ্চিত করা। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, সামগ্রিক জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ ও স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে দক্ষ ও লাভজনক করে তা সংহত, প্রসারিত ও নিয়ামক খাতে পরিণত করা।

রাষ্ট্রীয় খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই খাতে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পুনর্গঠন, দক্ষ-দেশপ্রেমিক ব্যবস্থাপক বাহিনী গড়ে তোলা, উপযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ, পারফরমেন্স কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন, মাথাভারি প্রশাসনের সংকোচন, শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষতা-কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কারখানায় বাড়তি শ্রমিকদের নিয়ে নতুন কারখানা স্থাপন, সামগ্রীক জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সহায়ক নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা। রাষ্ট্রায়ত্ব খাত ও সরকারী মালিকানায় শিল্প সেবা কার্যক্রম প্রসারিত করা।

ছোট, মাঝারি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, অপ্রচলিত শিল্প ও কুটির শিল্পকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা। **প্রকৃত শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা** এবং উৎপাদনশীল অবদানের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করা। ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের কাকে কাকে কী কী সুবিধা দেয়া হচ্ছে ও তাদের সাফল্য ব্যর্থতার বিবরণ নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা। শিল্পখাতে একচেটিয়া প্রতিরোধ ও বৈষম্যহীন প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা। উৎপাদনশীল খাতে প্রদত্ত সরকারের ঋণ আত্মসাৎকারীদের কাছ থেকে খেলাপী ঋণের টাকা আদায়, তাদের বিচার ও কালো তালিকাভুক্ত করা।

ঘ) উৎপাদনশীল খাতের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রসার নিশ্চিতকল্পে সামরিক খাত ও মাথাভারি প্রশাসন সহ সকল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসংগত পর্যায়ে হ্রাস করা। জাতীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে বা উৎপাদন করা সম্ভব এরূপ পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা, **বিলাস দ্রব্য আমদানী সংকোচন করা**। অর্থনীতিতে ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের আধিপত্য দূর করা। এভাবে প্রথম অবস্থায় আমদানী অর্ধেকে নামিয়ে আনা। **ভোগবাদী প্রবণতা রোধ ও মিতব্যয়িতার ধারায় আন্দোলন প্রসারিত করে ক্ষেত্র বিশেষে এ জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের বিপুল প্রসার ঘটানো**। ব্যাপক জনগণের কার্যকর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আভ্যন্তরীন বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। দেশের বিপুল জনশক্তিকে অর্থনৈতিক বিকাশের কার্যকর উপাদান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মানব সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা। **কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অর্থনৈতিক নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তব্যরূপে গণ্য করে অগ্রসর হওয়া**।

চ) জাতীয় স্বার্থে নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজনের স্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদেশী সাহায্য পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা। যখন যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা হবে তা কোন প্রকল্পের জন্য ও কী কী শর্তে নেয়া হচ্ছে, কারা এই বিদেশী সাহায্যের টাকা ব্যবহার করছেন বা বিনিয়োগ কাজে লাগাচ্ছেন সে সব বিষয়ে সকল তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা। উন্নত প্রযুক্তিগত শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় রেখে বিদেশী পুঁজি বিনিয়েগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ নীতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বহুজাতিক কর্পোরেশনের তৎপরতা সুস্পষ্ট নিয়ম নীতির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা। তৃতীয় বিশ্বের জন্য উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ) চোরাচালানী, মজুতদারী, কালোবাজারী, ঘুষ-দুর্নীতি, অপচয়, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা, অব্যবস্থা-নৈরাজ্য প্রভৃতি কঠোরভাবে দমন করা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও কার্যকর নীতি-ব্যবস্থা, আইন-কানুনের ভিত্তিতে সচল করা। অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা ও গতিময়তা নিশ্চিত করা।

জ) আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের মেধা শক্তি পরিপূর্ণ ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অনুপ্রবেশের পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে দেশীয় গবেষকদের সর্বপ্রকার আনুকূল্য প্রদান করা। গবেষকদের মাঠের চাহিদার সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা। রপ্তানী বহুমুখীকরণ ও প্রসারিত করা। প্রবাসী বাঙালিদের আয় উপার্জন জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করার প্রক্রিয়া উৎসাহিত করা।

ঝ) জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া। **সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক** ও **স্থানীয়ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিচ থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারা এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা**। পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট উৎপাদক কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঞ) 'গ্যাট' সহ অসম আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে তৃতীয় বিশ্বের অনুকূলে নতুন বিশ্ব আর্থিক ও বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম জোরদার করা। বিশ্ব অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও তার নয়া উপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির অনুকূলে নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম জোরদার করা। সেই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংহতি জোরদার করা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তথা দক্ষিণ-দক্ষিণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা প্রসারিত করা। স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ধারা প্রতিষ্ঠা করা।

৩। দারিদ্র্য বিমোচনঃ

অন্য যে কোন কাজের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরণ্ন, দারিদ্রপীড়িত জনগণের ন্যূনতম বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

বেকার ও অর্ধ বেকার কর্মক্ষম সকলের জন্য দশ বছরের মধ্যে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রাথমিক ভাবে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এক তৃতীয়াংশ থানায় খরা মৌসুমে টাস্ক ফোর্সের পরামর্শ অনুযায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কীম চালু করা। এবং পর্যায়ক্রমে তা সকলের জন্য সম্প্রসারণ করা। **গ্রাম ও শহরের দরিদ্র কর্মসংস্থানহীন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রসারিত করার জন্য আগামী ১০ বছর নিয়মিতভাবে বাজেটের ১২ শতাংশ বরাদ্দ নির্দিষ্ট রাখা** এবং এই সময়ের মধ্যে বেকারত্ব সম্পূর্ণ দূর করা।

৪। বসত ভিটা ও নগরায়ণঃ

বাস্তুহীন ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র সকল পরিবারের জন্য ৩ বছরের মধ্যে ন্যূনতম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। গ্রামীণ বাস্তুহীনদের জন্য উপযুক্ত খাস জমি বাস্তুভিটার জন্য বরাদ্দ করা। দরিদ্রদের গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্পের জন্য সরকারী বাজেট বরাদ্দ বহুমুখী সরকারী কার্যক্রম ও বিভিন্ন বেসরকারী সাহায্য কার্যক্রম সমন্বিতভাবে অগ্রসর করা। গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবনের বিপ্লবী পুনর্গঠন ও উন্নতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে ব্যাপক মানুষের শহরাভিমুখী আগমন রোধ করা। দ্রুত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠা শহরগুলোর পৌর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং বস্তিবাসীদের জন্য পৌরজীবনের নূন্যতম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৫। স্বাস্থ্য চিকিৎসাঃ

সকল নাগরিকের জন্য সুষম ও অভিন্ন চিকিৎসা নীতি, স্বাস্থ্যনীতি, ঔষধনীতি চালু করা। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ভিত্তিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ, স্যানিটেশন, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা, ইউনিয়ন পর্যায়ে মাতৃসদন ও

শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র সহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা, থানা সমূহে উন্নত চিকিৎসা সুযোগ সম্পন্ন হাসপাতাল স্থাপন করা। বিভিন্ন দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য গবেষণা কাজে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

৬। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ

ক) সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য রহিত করা। অভিন্ন সাধারণ শিক্ষা এবং তার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রায়োগিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করা। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ব্যাপক গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা। **তিন বছরের মধ্যে প্রতি দুই বর্গকিলোমিটারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আট বছরের মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।** প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে একই সাথে উচ্চ শিক্ষার যথাযথ প্রসার ও উন্নতি বিধান করা। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে দরিদ্র-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বৃত্তি ও শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা।

খ) বাঙালি জাতির সুষ্ঠু, মানবিক, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারা অগ্রসর করা এবং জীবন বিমুখ, ভোগবাদী, অশ্লীল, কুরুচীপূর্ণ অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ করা।

গ) সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল, কুসংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা বিদূরিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিজ্ঞান মনস্কতা, বিজ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির বিকাশ ঘটানো। জনগণের সকল সৃজনশীল উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা ও উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো।

ঘ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা দূর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা, বিপ্লবী মানবতাবোধ ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা জাগরিত ও প্রসারিত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৭। দ্রব্যমূল্যঃ

দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করা। **এ জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান, ক্রেতা-সমবায়, সরকারী উদ্যোগে বাফার স্টক গড়ে তোলা** ইত্যাদি ব্যবস্থা করা। ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা। মজুতদারী, কালোবাজারী ও চোরাচালানী কঠোর হাতে দমন করা।

৮। ঘুষ-দুর্নীতি-অপরাধ-সন্ত্রাস ঃ

ঘুষ-দুর্নীতি রোধকল্পে কঠোর নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সকল নীতিহীন তৎপরতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

রাষ্ট্রের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ও দেশের সকল রাজনৈতিক দলের ও নেতাদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা। দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিয়ে ন্যায়পাল কমিটি গঠন করে তাদের হাতে এই বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা।

চুরি-ডাকাতি-হাইজ্যাক-খুন-রাহাজানি প্রভৃতি রোধ কল্পে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম ও নানাবিধ অপরাধমূলক কাজকর্ম কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা করা। সংগঠিত অপরাধ চক্র সমূহের জাল সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করা।

বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা এবং সন্ত্রাসী অপশক্তিকে শিক্ষাঙ্গণসহ সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে কঠোরতম ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্মূল করে সন্ত্রাস মুক্ত সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

৯। নারী সমাজ ঃ

নারী সমাজের উপর পরিচালিত নানা অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য দূর করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সহ সর্বক্ষেত্রে তাদের সমান অংশগ্রহণ, তাদের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘের 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' তথা সিডও সনদ পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন কার্যকরীভাবে রোধ করা। বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো। বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করা। প্রাথমিক পর্যায়ে নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা। নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজ ও মজুরীর ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। কর্মস্থলে শিশু পরিচর্য্যা কেন্দ্র স্থাপন করা। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১০। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঃ

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর অত্যাচার, বৈষম্য নির্মূল করে তাদের জন্য পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, সমমর্যাদা নিশ্চিত করা। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা। সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা।

জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। তাদের নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিকাশ নিশ্চিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়ন বন্ধ করা। তাদের অধিকার সম্মানজনকভাবে রক্ষার্থে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা ও তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক আকাঙ্খানুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১। শিশু-কিশোরঃ

শিশু-কিশোর সহ দেশের নতুন প্রজন্মের স্বার্থরক্ষা ও তাদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশের সুযোগ ও সৃজনশীল আকাঙ্খা সমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা।

শিশু শ্রম বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২। জনসংখ্যাঃ

প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি প্রসারিত করার পাশাপাশি জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পুষ্টির উন্নতি, সচেতনতা-সংস্কৃতির উন্নয়ন, শিশু-মৃত্যুর হার হ্রাস সহ প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলার কার্যক্রমের মাধ্যমে ছোট পরিবার গঠনের বিষয়টিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আকাঙ্খায় পরিণত করা। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা। জনশক্তিকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করার মানসিকতা দৃঢ়মূল করা। এসব প্রয়াসের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০ বছরের মধ্যে শূন্যের কোঠায় কমিয়ে আনা।**

১৩। পানি উন্নয়ন ও বন্যা সমস্যাঃ

যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনা ও বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং এজন্য জাতীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া। **একটি সামগ্রীক পানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং তার আওতায় সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা।**

১৪। প্রাকৃতিক সম্পদ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দেশের পানি সম্পদ, ভূমি সম্পদ ও মানব সম্পদের যথাযথ সমন্বয় ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করা।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনা জাতীয় স্বার্থে কার্যকর করা। নৌপথ ও রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিকাশে অগ্রাধিকার দেয়া। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করা।

১৫। সুষম বিকাশ ঃ

দেশের সকল অঞ্চলের সুষম বিকাশের জন্য অনুন্নত এলাকা-অঞ্চলের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া। গ্রামাঞ্চলে ক্রমান্বয়ে আধুনিক জীবনের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

বৈষম্য ও অবিচারের শিকার সমাজের বিভিন্ন অধঃস্তন অংশের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের উপর পরিচালিত অন্যায়, অত্যাচার জুলুম বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিশেষ সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৬। পরিবেশ ঃ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার প্রবণতা ও পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া রোধকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রযুক্তি, উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি নির্ধারণে **পরিবেশ-অনুকূল বিকল্প অনুসরণ করা।** পরিবেশ-ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিকল্পিত বনায়ণ সহ বহুমুখী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৭। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ

বিদেশ নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা এবং সাম্রাজ্যবাদ, দাতা দেশ ও বহুজাতিক অর্থ শক্তির সাথে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে ধারাবাহিক ভাবে সুদৃঢ় নীতি অনুসরণ করা। স্বাধীন ও সক্রিয় জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা। পারস্পরিক স্বার্থ, সমমর্যাদা ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সাথে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও গভীরতর করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব নির্ভর বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা রোধ, আন্তর্জাতিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গণতন্ত্রায়ন, জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থার গণতন্ত্রায়ন এবং প্রতিটি জাতির নিজস্ব পথ বাছাইয়ের অধিকারের জন্য দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করা।

স্থায়ী বিশ্বশান্তি ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবাদ, জায়নবাদ, নব্য নাৎসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা এবং এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতি ও আন্দোলন সমূহের প্রতি সংহতি জোরদার করা।

ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দক্ষিণ এশীয় দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপশি এসব দেশের সাথে ঝুলে থাকা সমস্যাগুলোর যথা-ভারতের সাথে পানি বন্টন, তালপট্টি সহ বিরাজমান সমস্যা, পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ আদায় করা ও আটকেপড়া পাকিস্তানীদের ফেরৎ পাঠানো ইত্যাদি সমস্যা জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে সমাধান করা। ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়া।

'সার্ক' সংস্থার কার্যক্রমকে বহুমুখী ধারায় প্রসারিত করা এবং তার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তি প্রসারিত ও গভীরতর করা। 'সার্ক' কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রক্রিয়ায় জাতীয় স্বার্থ ও অবস্থানকে সমুন্নত রাখা ও অগ্রসর করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। 'সার্ক' দেশসমূহের শ্রমজীবী জনগণ ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা গভীরতর করা।

* * * *

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের এই বক্তব্য ও কর্মসূচির স্বপক্ষে পার্টির মনোনীত প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করার জন্য আমরা দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

কমিউনিস্ট পর্টির উত্থাপিত বক্তব্য ও কর্মসূচির একই ধারায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার রচিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি এই ফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদেরকেও বিজয়ী করার জন্য আমরা একই সাথে আহবান জানাচ্ছি।

যে সব আসনে কমিউনিস্ট পার্টি অথবা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থী থাকবে না সেখানে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ধারার প্রতি অনুগত, গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি নীতি-নিষ্ঠ, সৎ, দেশপ্রেমিক– এসব বৈশিষ্ট্যের বিচারে যে প্রার্থী সবচেয়ে নিকটবর্তী, তাকে বিজয়ী করার জন্য আমরা দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আসন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ও কর্মসূচির সমর্থনে এগিয়ে আসুন।

কমিউনিস্ট পার্টি মনোনীত প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করুন।

জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

৬ মে ১৯৯৬